নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎকার

এনবিআরকে রাজস্ব ও ব্যবসাবান্ধব করে গড়ে তোলা হবে

প্রকাশ : ০১ জুন ২০১৬, ০০:০০ | **আপডেট :** ০১ জুন ২০১৬, ০১:৩৪ | প্রিন্ট সংস্করণ

আবু আলী

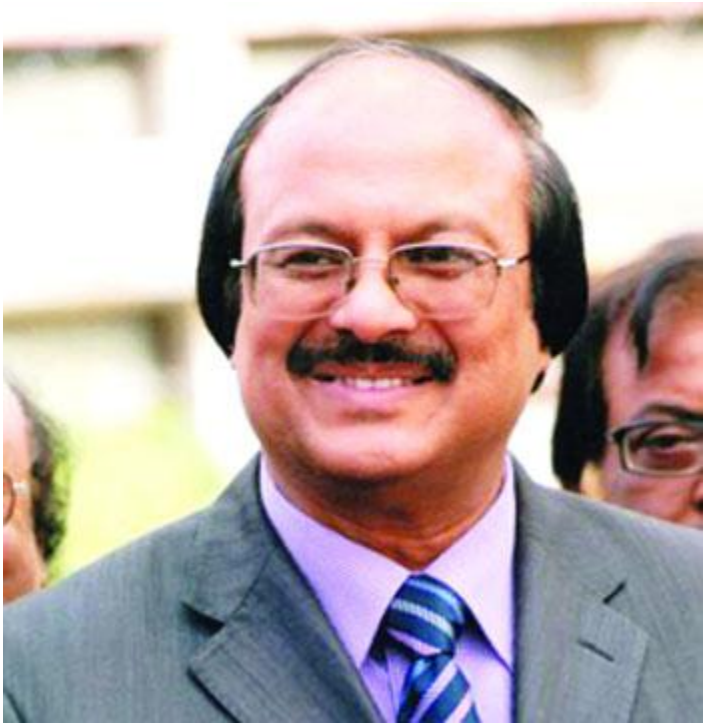

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান হিসেবে গত দেড় বছরের বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালন করছেন নজিবুর রহমান। ওই দায়িত্বে থেকে তিনি চলতি অর্থবছরের বাজেটের কাজ করছেন। চলতি অর্থবছরের বাজেট দেওয়ার কাজও প্রায় শেষ করে এনেছেন। চলতি অর্থবছরে ২ লাখ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব সংগ্রহ করতে হবে। এই কঠিন কাজটিই হচ্ছে তার নেতৃত্বে। চলতি বাজেটকে

সামনে রেখে ‘দৈনিক আমাদের সময়’-এর সঙ্গে একান্ত এক সাক্ষাৎকারে এনবিআর ও বাজেটের নানা বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। এখানে তা তুলে ধরা হলো।

আমাদের সময় : অর্থবছরের বাকি মাত্র এক মাস। এ সময়ের মধ্যে কি রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারবে এনবিআর?

নজিবুর রহমান : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আমাদের অর্জন অনেক। আমার কাছে ‘ব্যর্থতা’ শব্দের জায়গা নেই। আমার সহকর্মীদেরও এ কথাই বলেছি। তাঁরাও আমার সাথে একই তালে একই সাথে চেষ্টা করছেন। এ সময়ে বিভিন্ন স্থানে ইতিবাচক অগ্রগতির একটি ভালো প্রভাব রাজস্ব সংগ্রহ কার্যক্রমকে আরও বেগবান করবে। এনবিআরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে এবং সেটা চলতি মাসের মধ্যেই। এক্ষেত্রে আমাদের নীতি হলোÑ কববড় ধষষ ড়ঢ়ঃরড়হং ড়ঢ়বহ, ভধরষঁৎব রং হড়ঃ ধহ ড়ঢ়ঃরড়হ.

আমাদের সময় : আপনি এতটা আশাবাদী কীভাবে?

নজিবুর রহমান : দায়িত্ব নেওয়ার পরই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে করদাতা ও জনবান্ধব করার উদ্যোগ নেই। এনবিআরের আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাট বিভাগের সব সহকর্মীকে সম্মিলিত প্রয়াস নিতে উদ্বুদ্ধ করি। যার ফলে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে ২০১৪-২০১৫ সালের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা শুধু অর্জনই নয়, লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করি। আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে দেশের সব রাজস্ব অফিসে করদাতাবান্ধব পরিবেশ উন্নত হয়েছে। বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও স্থিতিশীল। আমার বিশ^াস বছর শেষে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারব। গত বছরের মতো এবারেও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি আদায় হতে পারে।

আমাদের সময় : আপনি কী কী কৌশল বেছে নিয়েছেন?

নজিবুর রহমান : চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর কিছু নতুন কৌশল নিয়েছি। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন নীতির কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি এনবিআরকে রাজস্ববান্ধব করা, যুগপৎ আলোচনার মাধ্যমে আমরা ব্যবসায়ী, করদাতাসহ অংশীজনের আস্থা তৈরির চেষ্টা করছি। অসৎ ব্যবসায়ী ও কর ফাঁকিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতিতে আছে এনবিআর। দেশ, সরকার ও সাধারণ জনগণের প্রাপ্য রাজস্বপ্রাপ্তিতে ভেতরে-বাইরে যে-ই বাধা সৃষ্টি করুক তাকে আইনের আওতায় আনা হচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেক মামলা হয়েছে।

আবার মামলাবাজদের অসংখ্য মামলা নিষ্পত্তি করে প্রাপ্য রাজস্ব সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তাকে যথোপযুক্ত স্থানে পদায়ন, অংশীজনদের মতামত অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতিকার প্রদান, করদাতাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে হয়রানি বন্ধ করা হয়েছে।

সরকারের সব মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থাকে উৎসে কর কর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সব পর্যায়ে কর সংগ্রহের প্রতিটি কাজে কঠোর মনিটরিং হচ্ছে। এনবিআর এখন আর কোনো বিক্ষিপ্ত প্রতিষ্ঠান নয়, সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে এটি এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। যত বেশি কর আদায় হবে, স্বপ্নের রূপকল্প বাস্তবায়ন তত বেশি ত্বরান্বিত হবে।

আমাদের সময় : আপনি বলেছেন, আগামী অর্থবছরে এনবিআরকে ২ লাখ কোটি টাকারও বেশি রাজস্ব আদায় করতে হবে, এ বিশাল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আপনার প্রস্তুতি কতটুকু?

নজিবুর রহমান : আমার বিশ^াস ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর হবে রাজস্ব আদায়ের জন্য সফলতম অর্থবছর। এই অর্থবছরে অনলাইনে ভ্যাট সংগ্রহের ব্যবস্থা হবে। এতে ভ্যাট আদায় বহুগুণ বেড়ে যাবে। ফলে ভ্যাট বাবদ সামগ্রিক রাজস্ব সংগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। সময়ের প্রবাহে এনবিআরের সক্ষমতাও বাড়ছে। নানা মাত্রিক সীমাবদ্ধতা থাকলেও আমরা বসে নেই। যে এনবিআর ১৬৬ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২-৭৩ সালে যাত্রা শুরু করেছিল, এ বছর তাকে ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা আদায় করতে হবে। আগামী অর্থবছর ২ লাখ কোটির বেশি। আমার বিশ্বাস, রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা এর চেয়েও বেশি। ১৬ কোটি মানুষের দেশে মাত্র কয়েক লাখ মানুষ কর দেন। করদাতার সংখ্যা বাড়াতে নানামুখী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা সুপ্ত-গুপ্ত করদাতাদের খুঁজে বের করছি। সম্ভাবনাময় খাতের সন্ধান করছি। ভ্যাট, কর ফাঁকির সূক্ষ্ম খাতগুলো চিহ্নিতকরণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

আমাদের সময় : আগামী অর্থবছরে নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন হচ্ছে। এ আইন নিয়ে ব্যবসায়ীরা আপত্তি তুলেছেন। আপনি বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?

নজিবুর রহমান : আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নতুনকে বরণ করা কঠিন। সেটি যদি ভ্যাট আইনের মতো একটা বৃহৎ কলেবরের নিয়মনীতি সংক্রান্ত হয়, তা হলে তো কথাই নেই। ১৯৯১ সালেও ভ্যাট আইন চালুর সময় ব্যাপক আপত্তি উঠেছিল। এখন দেশের রাজস্বের বৃহত্তম উৎস ভ্যাট এবং এর সুফলও জাতি ভোগ করছে। সবাই লাভবান হচ্ছেন।

নতুন আইন বাস্তবায়নে কিছু জটিলতা থাকে। আমরা সেটা বিবেচনায় রেখেছি। দীর্ঘ সময় নিয়ে আইনটি বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০১২ সালে আইনটি পাস হয়েছে। এখন বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। আমরা দীর্ঘ সময়ে সব মহলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছি। সব পক্ষের বক্তব্য আমলে নিয়ে এবং আপত্তি নিরসন করে এ আইন প্রয়োগে যাবে এনবিআর। ভ্যাট আইন নিয়ে এখন বড় ধরনের আপত্তি আছে বলে আমার মনে হয় না। সাধারণ মানুষের জীবন স্পর্শ করে এমন বিষয়ে প্রচুর অব্যাহতি দেওয়া আছে। বিভিন্নভাবে ব্যবসায়ীদের রেয়াত প্রদানের সুযোগ আছে।

নতুন ভ্যাট আইন নিয়ে সচেতনতা তৈরিতে আমরা ধারাবাহিক কাজ করছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ ক্রেতারা ভ্যাট দিচ্ছেন, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সেটা যথাযথভাবে জমা হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে ভ্যাট সংগ্রহ করছে যারা তারাই হাতিয়ে নিচ্ছে। এতে জনগণের দেওয়া রাজস্ব থেকে রাষ্ট্র বঞ্চিত হচ্ছে। নতুন আইন বাস্তবায়ন হলে এ সুযোগ সীমিত হয়ে আসবে। ভোক্তাগণ বুঝবেন তার ভ্যাট কোথায় যাচ্ছে। আমি মনে করি নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়িত হলে এবং সবার সহযোগিতা পেলে দেশের রাজস্ব জিডিপি ২ থেকে ৩ শতাংশ বেড়ে যাবে।

আমাদের সময় : করজাল বৃদ্ধিতে আপনার পরিকল্পনা কী?

নজিবুর রহমান : দায়িত্ব নেওয়ার পর দেশে রাজস্ব-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে জোরদার করেছি। ‘জনকল্যাণে রাজস্ব’ স্লে◌াগান নিয়ে ভেতরে-বাইরে ব্যাপক পরিসরে কাজ করছি। নতুন ‘করনেট’ আবিষ্কারসহ করদাতার

সংখ্যা বাড়ানোর জন্য অগ্রাধিকার পদক্ষেপ নিয়েছি। দেশের সব কর অফিসকে নতুন করে জরিপ করার নির্দেশ দিয়েছি। যাদের আয় করমুক্ত আয়সীমা অতিক্রম করবে তাদের তাৎক্ষণিক ও বাধ্যতামূলক ই-টিআইএন দেওয়া হবে। এনবিআর সাধারণ মানুষকে করপ্রবণ ও সচেতনতা তৈরিতে কাজ করছে। এজন্য আমরা দেশজুড়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে করদাতাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য 'রাজস্ব সংলাপ' শুরু করেছি। ইতোমধ্যেই ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, যশোর, রংপুরসহ দেশের কয়েকটি জেলা শহরে 'রাজস্ব সংলাপ' করা হয়ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য জেলায়ও 'রাজস্ব সংলাপ' হবে। এর প্রধান উদ্দেশ্য, অংশীজনদের সঙ্গে এনবিআরের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক জোরদার করা। একই সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করছি। করদাতা শনাক্তে এনবিআর দূর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), নির্বাচন কমিশন, অডিট বিভাগসহ অন্যান্য সরকারি বিভাগ ও সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক জোরদার করেছে। এছাড়া নতুন পে স্কেল বাস্তবায়িত হওয়ায় অনেক সরকারি কর্মচারী করজালের আওতায় চলে আসবেন।

আমাদের সময় : আপনি বলেছেন, কর আদায় বাড়াতে এনবিআর 'রাজস্ব সংলাপ' করছে। এর মাধ্যমে করদাতাদের প্রতি প্রত্যাশিত সচেতনতা কত দূর আসছে?

নজিবুর রহমান : আমার বিশ^াস 'রাজস্ব সংলাপ' সাধারণ মানুষের করভীতি দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। করদাতাদের হয়রানিসহ দীর্ঘ সময়ের বিরাজমান অভিযোগ রাজস্ব সংলাপের মাধ্যমে সমাধান হচ্ছে। করদাতাদের অভিযোগগুলো আমলে নিয়ে এনবিআরে সংস্কার করছে। দেশের সব কর অফিসে করদাতাদের সর্বোচ্চ সেবা দিয়ে কর সংগ্রহ করা হচ্ছে। কর প্রদান করা যে রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক দায়িত্ব, সে বার্তা রাজস্ব সংলাপের মাধ্যমে এনবিআর করদাতাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। এর ফলে অনেক করদাতা বর্তমানে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কর প্রদানে এগিয়ে আসছেন। ফেসবুক, টুইটার ও অন্য সব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজস্ব নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হচ্ছে। আমাদের ওয়েবসাইটগুলো হালনাগাদ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

আমাদের সময় : অনেকেই কর দিতে চায়। আয়কর কর্মকর্তাদের হয়রানি বা 'উপরি' দেওয়ার ভয়ে কর দিতে আগ্রহ দেখায় না। এ বিষয়ে আপনি কী ধরনের পদক্ষেপ নেন?

নজিবুর রহমান : দুর্নীতি, হয়রানির প্রতি এনবিআর আগেই জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছে। রাজস্ব কর্মকর্তাদের দ্বারা কর দাতাদের হয়রানি অনেক কমেছে। যোগ্য কর্মকর্তাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পদায়ন, ব্যবসায়ীদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে হয়রানি রোধে ব্যবস্থা নেওয়া, সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিদের কর আদায়ে সম্পৃক্ত করা এবং রাজস্ব আদায়ে কঠোর মনিটরিংয়ের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যে কোনো ধরনের হয়রানির অভিযোগ পেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ও ভবিষ্যতেও হবে। এ ছাড়াও করদাতারা যাতে সরাসরি হয়রানির অভিযোগ করে সমস্যার সমাধান পান এজন্য এনবিআরে শিগগিরই একটি হটলাইন চালু করা হবে। কোন কর্মকর্তা করদাতাদের হয়রানি করছে, এটি আমাদের জানালে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আপনি জানেন, এনবিআর এখন 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন' নীতি অনুসরণ করছে। সৎ ব্যবসায়ীদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের সুবিধা ও সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে। অসৎদের নিবারণের চেষ্টা করা হচ্ছে । রাজস্ব সংগ্রহ শুধু প্রধান লক্ষ্য নয়, এর সাথে সুশাসন, সামাজিক সুবিচার ও সমতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছি। আমি রাজস্ব বোর্ডে যোগদান করার পর 'সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা' নীতি অনুসরণপূর্বক দুর্নীতি,

হয়রানিমুক্ত, করবান্ধব, ব্যবসাবান্ধব এবং জনকল্যাণমুখী একটি 'পূর্ণাঙ্গ রাজস্ব বোর্ড' তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছি।

একটি পূর্ণাঙ্গ ও করদাতাবান্ধব এনবিআর তৈরির লক্ষ্যে সব অংশীজনের সমন্বিত ও পারস্পরিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চলতি অর্থবছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর অধীন দপ্তরগুলো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ বৃহৎ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ৫টি 'চ'ংং যথা চড়ষরঃরপধষ এঁরফধহপব (রাজনৈতিক নির্দেশনা), চবড়ঢ়ষব (করদাতা), চধৎঃহবৎংযরঢ় (অংশীদারিত্ব), চষধহহরহম (পরিকল্পনা) ও চবৎভড়ৎসধহপব (কর্ম সম্পাদন) নীতি অনুসরণপূর্বক সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

আমাদের সময় : কোনো রকম হয়রানি ছাড়াই করদাতারা কবে থেকে কর দিতে পারবে?

নজিবুর রহমান : আমি যোগদানের পর থেকে এ স্বপ্ন দেখছি। এ লক্ষ্যে কাজ করছি এবং দিনটির অপেক্ষায় রয়েছি, যেদিন এদেশের মানুষ কোনো রকম হয়রানি ছাড়াই কর দিতে পারবেন। প্রতিবছর করমেলার সপ্তাহখানেক সময়ে সবাই উৎসবমুখর পরিবেশে কর দিতে উন্মুুখ হয়ে থাকেন। রাজস্ব সংলাপসহ করদাতাদের সাথে উন্নততর সম্পর্ক তৈরিতে কাজ করছে এনবিআর। ইতোমধ্যে ই-টিআইএন ব্যবস্থা চালু করেছে । ভ্যাট অনলাইন পদ্ধতি গড়ে তোলা হচ্ছে। ফলে অনলাইনে ঘরে বসেই করদাতা রিটার্ন দাখিল এবং অনলাইনে কর/ভ্যাট পরিশোধ করতে পারবেন। অনলাইন ও অটোমেশন বিভিন্ন পর্যায়ে দ্রুত হচ্ছে।

আমাদের সময় : চোরাচালান রোধে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কাজ করছে। তবে তাদের জনবল সংকট রয়েছে; সে বিষয়ে আপনার ভাবনা কী?

নজিবুর রহমান : এনবিআরের অধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শুল্ক গোয়েন্দার সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। চোরাচালান দমন, অবৈধ সোনা আটক, গাড়ি আটক, অন্য অবৈধ পণ্য আটকের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। আমাদের অফিসারদের সক্ষমতা বা মেধার কোনো অভাব নেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো তাদের উপযুক্ত কাজের পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া। আমরা সেটাই করার চেষ্টা করছি। তবে জনবল এবং রিসোর্সের অপর্যাপ্ততা রয়েছে। তা সমাধানে ইতোমধ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সীমিত জনবল নিয়েই তারা দৃশ্যমান কাজ করছে। আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। তবে উন্নত বিশ্বে অনুসৃত নীতি 'উড়রহম সড়ৎব রিঃয ঃযব ষবংং'-এর আদলে সবাই উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করছেন।

আমাদের সময় : 'ভ্যাট গোয়েন্দা'র কার্যক্রম সম্প্রতি ফেসবুকে ও মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে চোখে পড়ছে। এটি কি আপনার বিশেষ কোনো উদ্যোগ?

নজিবুর রহমান : আমি যোগদানের পূর্বে জনসমক্ষে ভ্যাট গোয়েন্দা অফিসটির কোনো কার্যক্রম ছিল না। আমি এটাকে সক্ষম ও কার্যকর করার উদ্যোগ নেই। উপযুক্ত কর্মকর্তা পদায়ন করি। গত ছয় মাসে মূসক নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর ঢাকার বিভিন্ন সুপার শপ, মার্কেট, রেস্তোরাঁ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৮০টি অভিযান পরিচালনা করেছে। রাস্তায় টহল দিয়ে ৬০টি অবৈধ পণ্যবাহী ট্রাক আটক করেছে। তারা সামাজিক গণমাধ্যমে ভ্যাট সম্পর্কে সচেতনতায় ভালো কাজ করছে। ৪০ হাজারের বেশি ফেসবুক অংশীজন ও ফলোয়ার দেশের ভ্যাট

আদায়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করছে। বর্তমানে তিনটি গোয়েন্দা বিভাগ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা, শুল্ক গোয়েন্দা ও ভ্যাট গোয়েন্দা সম্মিলিতভাবে কাজ করায় আমরা আশাতীত ভালো ফল পাচ্ছি।

আমাদের সময় : আয়কর, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) এবং শুল্ক সংক্রান্ত মামলায় সরকারের প্রায় ৩১ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আটকে আছে। এ বিষয়ে এনবিআরের জোরালো কোনো পদক্ষেপ আছে কিনা?

নজিবুর রহমান : এটা আমরা সবাই জানি, উচ্চ আদালতে এনবিআরের প্রায় ২৬ হাজার মামলায় ৩১ হাজার কোটি টাকা আটকে আছে। অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস প্রচ- পরিশ্রম করছে। এ টাকা আদায়ে এনবিআর নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত বছরে নভেম্বরে এনবিআর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি এসেছিলেন। স্বাধীনতার পর এবারই প্রথম প্রধান বিচারপতির এনবিআরের অনুষ্ঠানে আগমন। এতে অর্থমন্ত্রী, প্রাক্তন আইনমন্ত্রী, অ্যাটর্নি জেনারেল, এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি ও বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজন উপস্থিত ছিলেন। সবার উপস্থিতিতে উচ্চ আদালতে থাকা বিচারাধীন রাজস্ব-সংক্রান্ত মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। তার আগে প্রধান বিচারপতি হাইকোর্ট ডিভিশনের আট বিচারপতিরকে এনবিআরের কার্যক্রম পরিদর্শনে পাঠান এবং তারা সব দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে সব কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন এবং করদাতাবান্ধব পরিবেশ স্থাপনে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন। তার আলোকে আমরা সব কমিশনারের অধীন খবমধষ ঋড়পধষ চড়রহঃ নিয়োগ করেছি।

এনবিআরের পক্ষ থেকে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বা এডিআরকে গতিশীল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য এডিআরের বিধি সংশোধন করা হয়েছে। করদাতা ও প্রতিষ্ঠানকে আপিল-ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার আগে এডিআরের মাধ্যমে জটিলতা সমাধানে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতে কমিশনারদে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

আমাদের সময় : কর ও তথ্য সেবাকেন্দ্রকে আরও কার্যকর করতে কোনো পদক্ষেপ নেবেন?

নজিবুর রহমান : আমরা ডিজিটাল এনবিআর গড়তে কাজ করছি। করদাতাদের আরও বেশি সেবা দেওয়াসহ করদাতাদের দোরগোড়ায় তা পৌঁছে দিতে প্রস্তুত হচ্ছে এনবিআর। কোনো ধরনের হয়রানি ছাড়া সাধারণ মানুষ যাতে সরাসরি আয়কর বিবরণী পূরণ, ই-টিআইএন নেওয়াসহ কর সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা নিতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই কর তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সব কর অঞ্চলেই কর সেবাকেন্দ্র চালু করা হবে। অর্থাৎ করদাতাদের কর সেবা প্রদানের জন্য যা যা করণীয় তার সবই করা হবে।

আমাদের সময় : ই-পেমেন্টের মাধ্যমে কর পরিশোধের ক্ষেত্রে অগ্রগতি কতটুকু?

নজিবুর রহমান : এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে দিন দিন আগ্রহ বাড়ছে। অর্থমন্ত্রী এ প্রক্রিয়ায় কর পরিশোধ করেছেন। এতে সাধারণ করদাতাদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। অনলাইনে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বড় অঙ্কের কর পরিশোধে ই-পেমেন্ট সফটঅয়্যারকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। এতে সক্ষমতা বাড়লে সব তফসিলি ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে যে কোনো করদাতা যে কোনো পরিমাণ কর পরিশোধ করতে পারবেন। এজন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) তথ্যকেন্দ্রের সফটঅয়্যার হোস্টিংয়ের (সিস্টেমটি বিসিসির সার্ভারের স্থাপন) কাজ চলছে। এর মাধ্যমেই খুব শিগগির ই-পেমেন্ট সিস্টেম আধুনিকায়নের কাজ শেষ হবে।

আমাদের সময় : ট্রান্সফার প্রাইসিং সেলের মাধ্যমে কোনো সাফল্য এসেছে?

নজিবুর রহমান : এ বিষয়ে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। এক্ষেত্রে আমরা সাফল্যের দিকে তাকিয়ে আছি। এছাড়াও মুদ্রা পাচার কীভাবে রোধ করা যায়, সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ওই সেলে উপযুক্ত কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ সেল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। আগামী অর্থবছরের মধ্যেই এ সেলের কার্যক্রমের সুফল পাওয়া যাবে।

আমাদের সময় : নতুন আয়কর আইনে কোন দিকটির প্রতি বেশি জোর দেওয়া হয়েছে?

নজিবুর রহমান : নতুন আয়কর আইনকে করদাতাবান্ধব করার জন্য অনেক বিষয়ের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলোÑ নতুন আয়কর আইনে বিদেশে অর্থপাচার প্রতিরোধে কঠোর নির্দেশনা, সম্পূর্ণ জনবান্ধব, করদাতাবান্ধব, ব্যবসাবান্ধব সহজবোধ্য আয়কর আইন করা হবে। এজন্য ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় আইনটি করা হচ্ছে। নতুন আইনে করপোরেট করহার অভিন্ন হবে। কর সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সুযোগ থাকবে। পুরো কর ব্যবস্থা অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। এটা সম্পূর্ণ ডিজিটাল করা হবে। নতুন আয়কর আইনে উৎসে আয়কর সংগ্রহে বেশি জোর দেওয়া হবে।

আমাদের সময় : কর ফাঁকি দেওয়ার এক ধরনের মানসিকতা আছে অনেকের। এ সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার উপায় কী?

নজিবুর রহমান : একদিনেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, এমনটি ঠিক নয়। এজন্য সময় লাগবে। এক্ষেত্রে রাজস্ববান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এজন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। করদাতাদেরও সহযোগিতা করতে হবে। আমাদের এক ধরনের মানসিকতা রয়েছে, যা আয় করব সবই আমার। কিন্তু এর মধ্যে রাষ্ট্রের যে একটা অংশ রয়েছে তা ভুলে যাই। এ মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। প্রতিবছর আয়কর মেলা হচ্ছে। এটি জেলা পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যায়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। করদাতারা একটু সচেতন হলেই কর ফাঁকির সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসা যাবে।

আমাদের সময় : স্থলবন্দরগুলোকে আরও কার্যকর করতে কোনো ভূমিকা রাখবেন কি?

নজিবুর রহমান : দেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য এবং তৎসংশিষ্ট চ্যালেঞ্জ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান কাস্টমসের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থায় কাস্টমস পদ্ধতির অটোমেশন ও ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। তা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য-বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও অশীদারিত্ব স্থাপন, সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা তথা কাস্টমস স্টেশন/বন্দরে নিযুক্ত সংস্থাগুলোকে একই নেটওয়ার্কে এনে দক্ষতার সঙ্গে সেবা প্রদর্শনপূর্বক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব সংগ্রহ নিশ্চিত করতে ডিজিটাল কাস্টমস অপরিহার্য। একই সাথে আমরা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সবার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করছি। তারাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন।

আমাদের সময় : সীমান্ত হাটের জটিলতা এখনো কাটেনি। সীমান্তের মানুষের কাছে এই হাটের সুফল পৌঁছে দিতে নতুন কিছু করার আছে কি?

নজিবুর রহমান : সীমান্ত হাট বাংলাদেশ ও ভারত দুদেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখছে। সীমান্ত হাট চালুর কারণে দুদেশের ক্রেতা-বিক্রেতারা স্বাচ্ছন্দ্যে পণ্য কেনা-বেচা করতে পারছেন। ইতোমধ্যে দুদেশের সরকার মিলে ব্যক্তি ক্রয়সীমা বাড়িয়েছে। বর্তমানে একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ১০০ ডলারের পণ্য ক্রয় করতে পারবেন। এছাড়া সীমান্ত হাটে কী কী পণ্য কেনা-বেচা করা যাবে তারও তালিকা করা হয়েছে। সুতরাং সীমান্ত হাটের জটিলতা এখন অনেকাংশে কমে গেছে। সীমান্ত হাটের সুফল বাড়াতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি ক্রয়সীমা ইতোমধ্যে ৫০ ডলার থেকে বাড়িয়ে ১০০ ডলার করা হয়েছে। এ ছাড়া সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসরত মানুষের সুবিধার কথা বিবেচনা করে সীমান্ত হাটের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছে।

সীমান্ত এলাকায় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী যাতে খুব সহজে দুদেশে কেনা-বেচা করা যায় ও সীমান্ত এলাকার মানুষ যাতে লাভবান হতে পারেন এজন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আমাদের সময় : পাচার করা টাকা ফেরাতে এনবিআর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে আপনারা কী ভূমিকা নিয়েছেন?

নজিবুর রহমান : পাচার হওয়া টাকা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নিয়েছে এনবিআর। এ ছাড়া টাকার পাচার কীভাবে রোধ করা যায়, সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি মানি লন্ডারিং আইনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ক্ষমতায়ন করা হয়েছে। এনবিআর এখন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে কাজ করছে। অন্যদিকে দুদক, ব্যাংকিং ডিভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও পুলিশের সিআইডি বিভাগের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।

আমাদের সময় : আমাদের সময়কে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

নজিবুর রহমান : আপনাকেও ধন্যবাদ।